দৈনিক ইনকিলাব

30 JUL 1989
তারিখ ... ... 6 T
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ...

২৭

175

বিজ্ঞানী ডক্টর ওসমান গনি

আজহারুল ইসলাম

...তো হাঁটুর ওপর ও কোমরের লম্বা থাকতো। সালে শার্ট হাঁটু ...তো। যাক্‌, আমরা তিন বন্ধু ...এই ধরনের শার্ট পরে হিন্দু ছাত্রদের সামনে আধুনিক বলে পরিচয় দিতাম।

ডকটর গনি খুব পড়ুয়া ছাত্র ছিলেন। স্কুল লাইব্রেরী ও অন্যান্য স্থান থেকে বই এনে পড়তেন। তাঁকে ইংরেজী বই পড়বার জন্য স্কুল থেকে চাপ দেয়া হতো। তবু তার বাংলা বই পড়বার জন্য প্রাণ খা খা করে উঠতো। যেটা মিটতো আমার চেষ্টায়। বানলা পত্র পত্রিকা পাঠ তিনি নিয়মিত ভাবেই করতেন। সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তখনকার দিনের স্থানীয় রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি ভাল রচনাকার বলে ছাত্র জীবনে বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন। তখনকার যুগটা ছিল স্বদেশী যুগ। রাজনৈতিক সভা সমিতি শহরে খুব হতো। বৃত্তিধারী ছাত্রদের সেখানে থেকে আর রক্ষা ছিল না। কাজেই ডকটর গনি যেখানে যেতে পারেননি। কিন্তু স্বদেশ চিন্তা তাঁর ছিল। ১৯২৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী বিলেত হতে আইমন কমিশনের সদস্যবৃন্দ বোম্বেতে পৌছলে যারা ভারতে হরতাল হয়। সেদিন কিশোরগঞ্জ সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হরতাল আহবান করেন। ফলে কোর্ট কাচারী স্কুল, দোকান পাট একবারে বন্ধ হয়ে যায়। ডকটর গনি সেদিন স্কুলে যাননি। সেটা আমার বেশ মনে আছে। হেড মাস্টার সমস্ত বাবু কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন। তবু তিনি ডকটর গনিকে এর জন্য কিছু বলেননি। ছাত্র জীবনে আমি ও কাদের আলাপী হলেও ডকটর গনি ছিলে সল্প ভাষী। তিঁ শুনতেন বেশী। তবে বলতেন কম। তাই তাঁকে কোন দিন সমস্যায় পড়তে হয়নি। তাকে দেখতাম প্রাণোচ্ছল হয়ে আপনজনদের মধ্যে জোড়ে হাসতে অবশ্য ার আপন জনের সংখ্যা খুববেশী ছিল না। হিন্দু ছাত্রেরাও সমীহ করতো আমার সংগে ডকটর গনি ঘনিষ্টতার অনন্য কারণ ছিল। আমি খুব ভাল ছাত্র ছিলাম তবে আমাদের বাড়ীতে অনেক বইপত্র ছিল, অনেকগুলি সাপ্তাহিক কাগজ কলকাতা থেকে আনতো এবং আমাদের পরিবারটাকে তখনকার মানদণ্ডে শিক্ষিত পরিবার বলা হতো। আমার বড় ভাই প্রফেসারজহুরুল ইসলাম কল্‌কাতা ইসলামিয়া কলেজে তখন নিযুক্ত। তদুপরি আমার বোনেরা স্থানীয় গার্লস স্কুলে থেকে তখন কার দিনের শেষ পরীক্ষা পাশ করেছেন। আমার বড় ভাই বাড়ীতে এলে ডকটর গনি দেখা করতেন। উৎসাহ দিতেন। আমার আববা স্থানীয় বারের সদস্য ছিকেন।

১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সন পর্যন্ত কিশোরগঞ্জে খুব ফুটবল খেলা প্রতিযোগিতা হয়েছে। তখন বিনে পয়সায় খেলা দেখা যেতো। আমরা তিন বন্ধুতে একত্রে বসে খেলা দেখেছি। ডক্টর গণি খেলতেন না তবে স্বাস্থ্যবান ছেলে হিসেবে তার একটা বিশেষ পরিচয় ছিল। ১৯২৭ সালে তিনি যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র তখন তাঁকে স্থানীয় ইসলামিয়া বোর্ডিংয়ে আসতে হয় পড়াশুনার বিশেষ সুবিধের জন্য। এ সময়ে আমরা এই ছাত্রাবাসে "মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ" নাম দিয়ে একটি ছাত্র সমিতি গঠন করি। এখানে একটি ছোট্ট লাইব্রেরী ও ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়। আমরা কয়েকজন মুসলমান ছাত্র হিন্দু ছাত্রদের দেখাদেখি বুকডন, কুস্তি, লাঠি খেলা, ছুরিখেলা, গদা ঘুরান ইত্যাদি করতাম। মনে পড়ে ডক্টর গণি আমাদের সাথে মিলে গদা ঘুরাবার চেষ্টা করতেন। আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে ডক্টর গণি শরিক হয়েছেন, যেমন স্কুলের রচনা প্রতিযোগতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, ঈদের নামাজের দিনে ভলান্টেয়ারী ইত্যাদি। যাক ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উপস্থিত হলাম। দেখা গেল ডক্টর গণি খুব প্রসন্নচিত্ত। পরীক্ষা তাঁর খুবই ভাল হচ্ছে। তার আগে আজিমুদ্দিন হাই স্কুল হতে রেবতী বর্মন নামে এক ছাত্র

ম্যাট্রিকে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে বিরাট গৌরব অর্জন করেন। তিন মাস পরে যখন আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো তখন দেখা গেল ডক্টর গণি ডিভিশনের ছাত্রদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছেন। এরপর তিনি চলে যান ঢাকায় আর আমি ময়মনসিংহে— যোগাযোগ বেশি রইল না দু'বছর। যতদূর মনে পড়ে ডক্টর গণি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে আইএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এরপর তিনি আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হলে। কেমিস্ট্রি অনার্স ও এমএসসিতে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। মুসলিম হলে থাকাকালে তাঁকে দেখেছি বেশির ভাগ সময় ল্যাবরেটরীতে কাটাতে। হলে এসে পড়াশুনার কাজ চুকিয়ে গোসল ইত্যাদি সেরে চুপচাপ ডাইনিং হলে বসতেন বেশি কথা বল্‌তেন না। সময় পেলে কমনরুমে গিয়ে পত্রিকা ইত্যাদি দেখতেন। বন্ধুমহলে আড্ডা দেওয়া তাঁর স্বভাবে কুলাতো না। ইউনিয়নের নির্বাচন, ডিবেট, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদিতে তিনি মোটেই যোগ দিতেন না। তাঁর সহপাঠী বিজ্ঞানের অগ্রণী ছাত্র ডক্টর সুব্রত আলী, ডক্টর সাবুর, অধ্যাপক মোক্তাদের ডিবেট, বক্তৃতা ইত্যাদিতে বিশেষ অংশ নিতেন। অবশ্য বিজ্ঞানের ছাত্রেরা এগুলোতে কম অংশগ্রহণ করতেন। কারণ তাদের ছিল সময়াভাব।

এই সময়ে তিনি কিশোরগঞ্জ মহাকুমাধীন হোসেনপুর এলাকায় একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ের সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পরেই তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তাঁর কৃতিত্বের জন্য তদানীন্তন বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট তাকে বিলেতে পড়াশুনা করার জন্য একটা স্টেট (লিটল) স্কলারশীপের ব্যবস্থা করেন। মনে পড়ে ডক্টর গণি একদিন আমার রুমে এসে আমাকে ধরেন তাঁর বিলেত যাত্রার খবরটা যেন আমি সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে প্রকাশ করি। আমি তাঁর সামনেই একটা রিপোর্ট লিখি যে ডক্টর গণি কৃষি বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য বিলেতে রথামসেড শায়ারের বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হবার জন্য স্কলারশীপ নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা ফটো রিপোর্টের সাথে দিয়ে আমি আমার বন্ধু মহম্মদ মোদাব্বের সাহেবের নিকট চিঠি লিখি। যখন রিপোর্ট ও ফটো মোহাম্মদীতে প্রকাশ হল তখন তাঁর আনন্দ দেখে কে। হাউস টিউটর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ডক্টর গণির কৃতিত্বে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁকে তিনি একদিন ঢাকার তদানীন্তন রয়েল রেস্তোরাঁয় নিয়ে বিলেতে যাবার যাওয়ার নিয়ম ও কাঁটা চামচের ব্যবহারের কায়দা শিখিয়েছিলেন। বিলেত যাওয়ার সময় মুসলিম হলে তার সম্বর্ধনায় একটা বিশেষ ডিনার দেওয়া হয়েছিল। সেই ডিনারে ঢাকার অনেক নামকরা অধ্যাপক বক্তৃতা করেন। প্রভোস্ট ও প্রফেসর ডক্টর হাসান তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

১৯৩৮ সালে তিনি বিলেত থেকে ডক্টর উপাধি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পদিন লেকচারের কাজ করে তিনি ঢাকা মনিপুর কৃষি গবেষণাগারের উপ-পরিচালক নিযুক্ত হন। কিন্তু পরিচালক কারবেরী সাহেবের সংগে মতদ্বৈততা দেখা দেওয়ায় তিনি চাকরি থেকে সরে দাঁড়ান এবং কলকাতা গিয়ে অন্য চাকরিতে নিযুক্ত হন। এরপরে তাঁর জীবনে আসে চাকরির বন্যা। কত যে চাকরি তিনি করেছেন সংবাদপত্র খুললেই দেখা যাবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, এগ্রিকালচারের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার আরো কত কি। তাঁকে সাংবাদিকেরা জিজ্ঞেস করেছিল What is your hobby? তিনি উত্তর দিলেনঃ My hobby is to jumps from one post to another. সত্যিই তাঁর এই jumpপূর্ব পাকিস্তানের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিলো। অনেক ধীমান বিজ্ঞানীর মতে, ডক্টর গণি এই Jump থাকার জন্য তার পক্ষে বিজ্ঞানে যতটা অবদান রাখা উচিত ছিল ততটা রাখতে পারেননি। তবু কথা থাকে হয়ত ডক্টর গণি কর্মে এবং সৎকর্মশীল হওয়াতে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি কর্মের জগতে ঘুরেছেন।

ডক্টর গণি খুব বন্ধুবৎসল ছিলেন। বন্ধুদের পেলে তিনি ছাড়তে চাইতেন না। মুসলিম হলের প্রভোস্ট থাকাকালে বিকেলে তাঁর বাড়ীতে বন্ধুদের নিয়ে মজলিশ হতো। আমিও যেতাম। না গেলে অখুশি হতেন। পণ্ডিতদের আসরে আমার স্থান নয় বলতে ধমক মেরে বলতেন, 'আপনার তাতে কি? যখন খুশি তখন আসবেন।' পার্লামেন্টের মেম্বার হবার আগে আমার সাথে আলাপ করেছেন। পত্রালাপও যথেষ্ট হয়েছে। কিশোরগঞ্জে এসে রাস্তায় মোটর থামিয়ে কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, সময় করে তিনি আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। চা নাস্তা খেয়েছেন। বাল্যকালের সম্পর্ক তিনি ভুলেননি কোনদিন। আমি ঢাকা থাকাকালে তিনি ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। প্রশাসনের ধাক্কায় জনপ্রিয়তা হারালে তিনি একটু দুঃখ পান। তাঁর বাড়ীর পেছনটায় অর্থাৎ শিক্ষক-ছাত্র কেন্দ্রের সামনের রাস্তায় তিনি একা প্রাতঃভ্রমণ করতেন। আমাকে পেলেই তিনি সজীব হয়ে উঠতেন এবং বল্‌তেনঃ "দেশী ভাষায় কথা বলুন।" বন্ধুত্ব আর কাকে বলে? ফিরে যাবার সময় টেনে বাড়ীতে নিয়ে বসিয়েছেন। একবার ঈদের দিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি তার সামনে তিন চার জন অধ্যাপক বসে আছেন। তাঁকে কোন দিনে আবেগে কথা বলতে শুনিনি। সেদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা তাকে ভুল বুঝেছেন বলে আবেগে কথা বললেন। আমি শুধু বললাম, আমি সাহিত্যিক ও কবি। প্রশাসন বুঝি না। তবে এইটুকু বুঝি যে মোনেম খাঁর উপর দেশের রাগটা আপনার ওপর পড়েছে। ডক্টর গণি সাধারণ ঘরের ছেলে ছিলেন। তাই তিনি সাধারণ লোকের সংগে মিশতে পারতেন। ঢাকা কিশোরগঞ্জ সমিতিতে যেয়ে নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে সাধারণ লোকের উর্পকারের চেষ্টা করেছেন দেখেছি। জীবনে তিনি তার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে ভুলেননি এও আমি জানি। তাঁর বাড়ীতে সাধারণ লোকের আগমন নিষিদ্ধ ছিল না। এই কারণেই তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাঁর এলাকা থেকে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। দেখেছি, দেশের অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ ফেলে তিনি তার স্বগ্রাম গুজাদিয়ায় এসে কয়েকটা দিন পুরনো আত্মীয় বন্ধুদের কাছে থাকতে। তাঁর পুরনো স্কুল অর্থাৎ আজিমুদ্দিন হাই স্কুলে কয়েকবার এসে নতুন ছাত্রদের সংগে মিশ্‌তে। আমিও রয়েছি তাঁর সংগে। নিজের সমাজ ও গ্রামের প্রতি তার মমতা দেখে একদিন আমি তাঁর সামনে তাঁর স্কুলে আয়োজিত এক সভায় বলেছিলামঃ ডক্টর গণির মত গ্রামপ্রীতি অনেক ডক্টরের নেই। তারপর রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা আবৃত্তি করলাম "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর"—আবৃত্তি শুনে ডক্টর গণি হাসলেন। হাসার কারণ ছিল। এই কবিতাটি আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভাব সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তার গ্রামপ্রীতির আর একটি কথা বলি। আমার "মনিয়ার বিবাগ" উপন্যাস খানা প্রাঠ করে ডক্টর গণি আমাকে চেপে ধরেন আমাকে আরও কিছু লিখতে গ্রাম ও সমাজ সম্পর্কে। অনেকেই হয়ত জানেন না ডক্টর গণি শত কাজের ভেতরেও সাহিত্য মনা ছিলেন। তিনি বলতেন তার শোবার বিছানার চারদিকে কতকগুলি বাংলা বই থাকতেই হবে। তার বাংলা ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, তিনি যখন ক্লাস সিকসের ছাত্র তখন তিনি হরনাথ ঘোষের ভাষা প্রবেশ ব্যাকরণ মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। সুতরাং তার বাংলা ভুল হওয়ার কারণ ছিল না। তিনি বাংলায় প্রধান অধ্যাপকের রচনা রীতি ও ভাষা পছন্দ করতেন না তা তিনি আমাকে নিজে বলেছেন। আমি এটা বিশ্বাস করি। কারণ আমিও ভাষা প্রবেশ ব্যাকরণ পড়েছি। ডক্টর গণি বাংলা না লিখুন কিন্তু গুরু চণ্ডালী ভাষা পছন্দ করেন কি করে?

ডক্টর গণি ভাইস চ্যান্সেলর থাকাকালে মুসলিম হলের ম্যানুয়েল ডিনারে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সম্মুখে বাংলায় এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল এবং তাতে কোন ইংরেজী শব্দ ব্যবহার হয়নি। এ নিয়ে ডক্টর শহীদুল্লাহ কী যে প্রশংসা করেছিলেন তা আর বলার না। আমি তাকে গণি সাহেবের ব্যাকরণ মুখস্তের কথা বলেছিলাম।

ডক্টর গণি পাণ্ডিত্য কৃতিত্ব, কৃতিত্ব ইত্যাদি নিয়ে যোগ্য ব্যক্তিরা আলোচনা করবেন। তিনি অতি সুন্দর সংসার জীবন যাপন করেছেন। নয়টি পুত্র কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িত থেকে তিনি সাফল্যের স্বর্ণকূলে তার জীবন তরীকে ভিড়িয়েছেন।- তিনি ছিলেন কর্মবীর। ফলাফলের কথা না ভেবে স্বচ্ছ মন নিয়ে কাজ করে গেছেন। বহু বিজ্ঞান সভায় মূল্যবান ভাষণ রেখে গেছেন। তার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার কথা বিজ্ঞানীরাই বলবেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি কতটুকু হয়েছে তাও তাঁরা বল্‌বেন।

ডক্টর গণি ছিলেন মনে প্রাণে বাংগালী। বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় তার টান ছিল ছাত্রদের দিকেই। সাহেবিয়ানার ঢং হয়ত বাড়ীতে কিছু ছিল কিন্তু গণি সাহেব আবার আচরণে বাংগালীই ছিলেন। অন্দরেও তা দেখা যেতো। ধর্মনিরপেক্ষতার ভান করে তিনি কোন কেলেংকারি করেনি। নামাজ-রোজাতে দাখেল থাকতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করেছেন। আমি একবার শেরে বাংলা নগরের এক মসজিদে তার সাথে জুমার নামাজ আদায় করেছিলাম। শেরে বাংলা নগরের রাস্তায় তাকে প্রাতঃভ্রমণের সময় বন্ধুদের সাথে দেখা যেতো। স্বাস্থ্য ভাল রাখার সবরকম চেষ্টাই তিনি করেছেন জীবনভর, কিন্তু অদৃষ্ট নিষ্ঠুর দুরন্ত কর্কট রোগ এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সবই আল্লাহ্‌র মরযি। ব্যথিত ও অতিকষ্টে আমি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।